রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড-এর
৩৭তম বার্ষিক সাধারণ সভায় পরিচালনা পর্ষদের প্রতিবেদন

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ
আসসালামু আলাইকুম।

রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড-এর পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে ৩৭তম বার্ষিক সাধারণ সভায় আপনাদের সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানাই।

দেশের মূল্যবান খনিজ সম্পদ প্রাকৃতিক গ্যাসের বহুমাত্রিক ব্যবহার, যানবাহনে পরিবেশবান্ধব বিকল্প জ্বালানি ব্যবহারের মাধ্যমে বায়ুদূষণরোধ এবং জ্বালানি আমদানির নির্ভরতা হ্রাসের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের লক্ষ্য নিয়ে ১ জানুয়ারি ১৯৮৭ তারিখে 'কমপ্রেসড ন্যাচারাল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড' গঠন করা হয়। পরবর্তীতে কোম্পানির পরিবর্তিত ও বর্ধিত কর্মপরিধির আলোকে ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ তারিখে কোম্পানির নাম পরিবর্তন করে 'রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড (আরপিজিসিএল)' রাখা হয়।

দেশে ক্রমবর্ধমান গ্যাসের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বিকল্প জ্বালানি হিসেবে–এলএনজি আমদানি, এলএনজি টার্মিনাল উন্নয়ন এবং এলএনজি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব আরপিজিসিএল-এর ওপর ন্যস্ত রয়েছে। এছাড়া, পরিবেশ উন্নয়নে যানবাহনে সিএনজি (সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস) ব্যবহার, অবকাঠামো তদারকি, বাণিজ্যিক পরিচালন, সম্প্রসারণের দায়িত্ব পালন এবং আশুগঞ্জ স্থাপনায় কনডেনসেট হ্যান্ডলিং সংক্রান্ত কার্যক্রম আরপিজিসিএল পরিচালনা করছে।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

আরপিজিসিএল বিগত বছরসমূহের ন্যায় ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরেও সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছে। বার্ষিক সাধারণ সভায় পরিচালকমন্ডলীর পক্ষ থেকে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কোম্পানির সামগ্রিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংবলিত পরিচালনা পর্ষদের প্রতিবেদন, নিরীক্ষিত হিসাব ও নিরীক্ষকের প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হলো।

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ইউনুস-এর নেতৃত্বে উন্নত দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখছে বাংলাদেশ। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তায় পরনির্ভরশীলতা কমিয়ে দেশীয় উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করত টেকসই নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করা বর্তমান সরকারের অন্যতম প্রধান প্রতিশ্রুতি। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার গতিশীল নেতৃত্বে বর্তমান সরকার সুনির্দিষ্ট কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে অব্যাহতভাবে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, উচ্চ প্রবৃদ্ধি এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে নবদিগন্তের সূচনা হয়েছে। দেশের উত্তরোত্তর উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বিকল্প জ্বালানি হিসেবে এলএনজি আমদানি, এলএনজি টার্মিনাল উন্নয়ন এবং এলএনজির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়নে আরপিজিসিএল নিরলস প্রচেষ্টা ও গৌরবদীপ্ত পথ চলা অব্যাহত রাখছে।

১.০। কোম্পানির পরিচালন কার্যক্রম :

রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড-এর এলএনজি ডিভিশনের আওতায় এলএনজি টার্মিনাল ডেভেলপমেন্ট, এলএনজি আমদানি, রিগ্যাসিফাই ও জাতীয় গ্রিডে আরএলএনজি সরবরাহ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। অপারেশন ডিভিশনের আওতায় বর্তমানে আশুগঞ্জ স্থাপনায় কনডেনসেট হ্যান্ডলিং কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সিএনজি ডিভিশনের আওতায় ঢাকায় যানবাহন সিএনজিতে রূপান্তর, সিলিন্ডার রিটেস্ট ও রিফুয়েলিং স্টেশন থেকে সিএনজি সরবরাহসহ সিএনজি সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া, সারাদেশে সিএনজি ফিলিং স্টেশন ও কনভারশন ওয়ার্কশপ স্থাপনের অনুমোদন এবং মনিটরিং করা হচ্ছে।

১.১। এলএনজি কার্যক্রম :

দেশের অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে চাহিদা অনুযায়ী গ্যাসের প্রাপ্যতা নিশ্চিত না হওয়ার প্রেক্ষাপটে এলএনজি আমদানির প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। Integrated Energy and Power Master Plan (IEPMP)-২০২৩ অনুযায়ী ২০৩০ এবং ২০৩৫ সাল নাগাদ দেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা হবে যথাক্রমে ৬২৪০ এবং ৬৯৪১ এমএমসিএফডি। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-২০৩০ এবং রূপকল্প ২০৪১ অর্জনে সরকারি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্ত পেট্রোবাংলার তত্ত্বাবধানে আরপিজিসিএল দেশে এলএনজি টার্মিনাল (ভাসমান ও স্থলভিত্তিক) স্থাপনসহ এলএনজি সংক্রান্ত কার্যাবলি বাস্তবায়ন করছে।

১.১.১। এলএনজি টার্মিনাল স্থাপন :

প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা ও সরবরাহের ঘাটতি নিরসনে স্বল্প সময়ে এলএনজি আমদানির লক্ষ্যে Floating Storage Regasification Unit (FSRU) বা ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ইতোমধ্যে কক্সবাজার জেলার মহেশখালীর গভীর সমুদ্রে নিম্নবর্ণিত ২টি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল স্থাপন করা হয়েছে :

▪ Excelerate Energy Bangladesh Limited (EEBL) কর্তৃক FSRU স্থাপন :

Excelerate Energy Bangladesh Limited (EEBL) এর মাধ্যমে কক্সবাজারের মহেশখালীতে Build-Own-Operate-Transfer (BOOT) ভিত্তিতে ৫০০ এমএমসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল (MLNG) স্থাপনের জন্য ১৮ জুলাই ২০১৬ তারিখে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, পেট্রোবাংলা ও EEBL এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। FSRU স্থাপনের সকল কার্যক্রম সম্পন্নের পর ১৯ আগস্ট ২০১৮ তারিখ থেকে বাণিজ্যিকভাবে এ টার্মিনালের মাধ্যমে জাতীয় গ্যাস গ্রিডে Regasified LNG (RLNG) সরবরাহ শুরু হয়। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসে MLNG Terminal এর Dry docking চলাকালে ১০০ এমএমসিএফডি ক্ষমতা বৃদ্ধি করে ৬০০ এমএমসিএফডিতে উন্নীত করা হয়েছে।

▪ Summit LNG Terminal Co. (Pvt.) Ltd. কর্তৃক FSRU স্থাপন :

Summit LNG Terminal Co. (Pvt.) Ltd এর মাধ্যমে কক্সবাজারের মহেশখালীতে BOOT ভিত্তিতে ৫০০ এমএমসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের জন্য ২০ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, পেট্রোবাংলা ও Summit LNG Terminal Co. (Pvt.) Ltd. এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। FSRU স্থাপনের সকল কার্যক্রম সম্পন্নের পর ৩০ এপ্রিল ২০১৯ তারিখ থেকে বাণিজ্যিকভাবে উক্ত টার্মিনালের মাধ্যমে জাতীয় গ্যাস গ্রিডে RLNG সরবরাহ শুরু হয়।

১.২.। এলএনজি আমদানি :

১.২.১। Qatargas থেকে এলএনজি আমদানি :

জি টু জি ভিত্তিতে দীর্ঘমেয়াদে এলএনজি আমদানির জন্য কাতারের Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co. Ltd (3) (বর্তমান নাম Qatar Energy LNG S3) এর সঙ্গে পেট্রোবাংলার ১৫ বছর মেয়াদে ১.৮ - ২.৫ এমটিপিএ এলএনজি সরবরাহের জন্য LNG Sale and Purchase Agreement (SPA) ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের Qatar Energy থেকে ৪০টি কার্গোর মাধ্যমে ২.৪৬৬ মিলিয়ন টন (৫.৬০ মিলিয়ন ঘনমিটার) এলএনজি আমদানি করা হয়েছে। উল্লেখ্য, শুরু থেকে ৩০ জুন ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত QatarEnergy থেকে মোট ২৩৩ টি কার্গোর মাধ্যমে সর্বমোট ১৪.৩৪ মিলিয়ন টন (৩২.৫৫ মিলিয়ন ঘনমিটার) এলএনজি আমদানি করা হয়েছে। এছাড়া, জি টু জি ভিত্তিতে QatarEnergy Trading LLC থেকে জানুয়ারি, ২০২৬ থেকে ১৫ বছর মেয়াদে প্রতিবছর ২৪ কার্গো (১.৫ - ১.৮ এমটিপিএ) এলএনজি আমদানির জন্য ১ জুন ২০২৩ তারিখে পেট্রোবাংলা ও QatarEnergy Trading LLC এর মধ্যে SPA স্বাক্ষরিত হয়েছে।

১.২.২। OQ Trading Ltd. (OQT) থেকে এলএনজি আমদানি :

জি টু জি ভিত্তিতে দীর্ঘমেয়াদে এলএনজি আমদানির জন্য Oman Trading International (পরিবর্তিত নাম OQT) এর সাথে ১০ বছর মেয়াদে ১.০ - ১.৫ এমটিপিএ এলএনজি সরবরাহের জন্য ৬ মে ২০১৮ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের OQT থেকে ১৭টি কার্গোর মাধ্যমে ১.০৪৪ মিলিয়ন টন (২.৩৮ মিলিয়ন ঘনমিটার) এলএনজি আমদানি করা হয়েছে। উল্লেখ্য, শুরু থেকে ৩০ জুন ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত ১১০ টি কার্গোর মাধ্যমে OQT থেকে মোট ৬.৮৮ মিলিয়ন টন (১৫.৬৯ মিলিয়ন ঘনমিটার) এলএনজি আমদানি করা হয়েছে। এছাড়া, জি টু জি ভিত্তিতে OQT থেকে জানুয়ারি, ২০২৬ সাল থেকে ১০ বছর মেয়াদে ০.২৫ - ১.৫ এমটিপিএ এলএনজি আমদানির জন্য ১৯ জুন ২০২৩ তারিখে পেট্রোবাংলা ও OQT এর মধ্যে SPA স্বাক্ষরিত হয়েছে।

১.২.৩। স্পট মার্কেট থেকে এলএনজি আমদানি :

জ্বালানি চাহিদা মেটাতে আন্তর্জাতিক মার্কেট থেকে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে স্পট পারচেজ পদ্ধতিতে এলএনজি আমদানির লক্ষ্যে পেট্রোবাংলা ২৩টি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে Master Sale and Purchase Agreement (MSPA) স্বাক্ষর করেছে। স্পট মার্কেট থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে ১ম এলএনজি কার্গো আমদানি করা হয়। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে স্পট মার্কেট থেকে ২৬টি কার্গোর মাধ্যমে ১.৬২৭ মিলিয়ন টন (৩.৬৯ মিলিয়ন ঘনমিটার) এলএনজি আমদানি করা হয়। উল্লেখ্য, শুরু থেকে ৩০ জুন ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত ৬৭ টি কার্গোর মাধ্যমে মোট ৪.২০ মিলিয়ন টন (৯.৫৮ মিলিয়ন ঘনমিটার) এলএনজি আমদানি করা হয়েছে।

১.২.৪। Excelerate Gas Marketing Limited Partnership (EGMLP) থেকে এলএনজি আমদানি :

দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির আওতায় EGMLP থেকে এলএনজি আমদানির জন্য ৮ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে পেট্রোবাংলা ও EGMLP এর মধ্যে SPA স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী ২০২৬ সাল থেকে ১৫ বছর মেয়াদে EGMLP ০.৮৫ - ১.০ এমটিপিএ এলএনজি সরবরাহ করবে।

১.২.৫। Summit Oil & Shipping Co. Ltd. (SOSCL) থেকে এলএনজি আমদানি :

দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির আওতায় SOSCL থেকে এলএনজি আমদানির জন্য ৩০ মার্চ ২০২৪ তারিখে পেট্রোবাংলা ও SOSCL এর মধ্যে SPA স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী ২০২৬ সাল থেকে দেশের তৃতীয় FSRU স্থাপন সাপেক্ষে ১৫ বছর মেয়াদে SOSCL ১.৫ এমটিপিএ এলএনজি সরবরাহ করবে।

১.২.৬। Qatar Energy , OQT এবং স্পট মার্কেট থেকে আমদানিকৃত এলএনজির তথ্য :

অর্থবছর	এলএনজি আমদানি											
	Qatargas			OQT			স্পট মার্কেট			মোট		
	কার্গো সংখ্যা	মিলিয়ন ঘনমিটার	মিলিয়ন টন	কার্গো সংখ্যা	মিলিয়ন ঘনমিটার	মিলিয়ন টন	কার্গো সংখ্যা	মিলিয়ন ঘনমিটার	মিলিয়ন টন	কার্গো সংখ্যা	মিলিয়ন ঘনমিটার	মিলিয়ন টন
২০১৮-২০১৯	৩৩	৪.৫৮	২.০২	০৮	১.১৫	০.৫১	-	-	-	৪১	৫.৭৩	২.৫৩
২০১৯-২০২০	৩৭	৫.১৭	২.২৭	২৯	৪.২৮	১.৮৯	-	-	-	৬৬	৯.৪৫	৪.১৬
২০২০-২০২১	৪০	৫.৫৯	২.৪৬	২১	২.৯৭	১.২৯৮	১১	১.৫৯	০.৬৯৯	৭২	১০.১৫	৪.৪৬
২০২১-২০২২	৪৪	৬.১৫	২.৭১	২০	২.৮০	১.২২	১৮	২.৫৭	১.১২৭	৮২	১১.৫২	৫.০৬
২০২২-২০২৩	৩৯	৫.৪৬	২.৪১	১৫	২.১১	০.৯২	১২	১.৭৩	০.৭৫	৬৬	৯.৩০	৪.০৮
২০২৩-২০২৪	৪০	৫.৬০	২.৪৭	১৭	২.৩৮	১.০৪	২৬	৩.৬৯	১.৬৩	৮৩	১১.৬৭	৫.১৪

১.৩। জাতীয় গ্যাস গ্রিডে আরএলএনজি সরবরাহ :

১.৩.১। Excelerate Energy Bangladesh Limited (EEBL) :

কক্সবাজারের মহেশখালীতে EEBL কর্তৃক স্থাপিত ভাসমান MLNG টার্মিনালের মাধ্যমে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে জাতীয় গ্যাস গ্রিডে ৪,০২৮.৭৪ মিলিয়ন ঘনমিটার (১৪২,৪৩০.৩৬ এমএমসিএফ) আরএলএনজি সরবরাহ করা হয়েছে। শুরু থেকে ৩০ জুন ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত সর্বমোট ১৯,৩৮৯.৯৫ মিলিয়ন ঘনমিটার (৬৮৫,৫২৪.০৫ এমএমসিএফ) আরএলএনজি সরবরাহ করা হয়েছে।

১.৩.২। Summit LNG Terminal Co.(Pvt.) Ltd. :

কক্সবাজারের মহেশখালীতে Summit LNG Terminal Co.(Pvt.) Ltd. কর্তৃক স্থাপিত ভাসমান Summit LNG টার্মিনালের মাধ্যমে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের জাতীয় গ্যাস গ্রিডে ২,৯৭৭.৬৩ মিলিয়ন ঘনমিটার (১০৫,১৫৪.১১ এমএমসিএফ) আরএলএনজি সরবরাহ করা হয়েছে। শুরু থেকে ৩০ জুন ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত ১৫,৩১৭.৪৭ মিলিয়ন ঘনমিটার (৫৪০,৯৩০.৬৯ এমএমসিএফ) আরএলএনজি সরবরাহ করা হয়েছে।

১.৩.৩। জাতীয় গ্যাস গ্রিডে সরবরাহকৃত আরএলএনজির তথ্য :

অর্থ বছর	জাতীয় গ্যাস গ্রিডে আরএলএনজি সরবরাহ					
	MLNG টার্মিনাল		Summit LNG টার্মিনাল		মোট	
	মিলিয়ন ঘনমিটার	এমএমসিএফ	মিলিয়ন ঘনমিটার	এমএমসিএফ	মিলিয়ন ঘনমিটার	এমএমসিএফ
২০১৮-২০১৯	৩,০০২.৫৪	১,০৬,০৩৩.৬৩	২৭৮.৯৮	৯,৮৫২.৩৪	৩,২৮১.৫২	১১৫,৮৮৫.৯৭
২০১৯-২০২০	২,৯১২.৬৯	১০২,৮৬০.৬৭	২,৮৩২.১৯	১০০,০১৬.৯৬	৫,৭৪৪.৮৮	২০২,৮৭৭.৬৩
২০২০-২০২১	২,৬১১.১৩	৯২,২১১.১১	৩,৫০৮.১১	১২৩,৮৮৭.৭৯	৬,১১৯.২৪	২১৬,০৯৮.৯০
২০২১-২০২২	৩,৮৭১.৮২	১৩৬,৮১১.০৬	২,৯৩৮.১৫	১০৩,৭৫৯.৯০	৬,৮০৯.৯৭	২৪০,৫৭০.৯৭
২০২২-২০২৩	২,৯৬২.৭৯	১০৫,১৭৭.২২	২,৭৮২.৪০	৯৮,২৫৯.৫৯	৫,৭৪৫.১৯	২০৩,৪৩৬.৮১
২০২৩-২০২৪	৪,০২৮.৯৮	১৪২,৪৩০.৩৬	২,৯৭৭.৬৩	১০৫,১৫৪.১১	৭,০০৬.৬১	২৪৭,৫৮৪.৪৭

১.৩.৪। জাতীয় গ্রিডে আরএলএনজি সরবরাহের বিপরীতে আরপিজিসিএল-এর আর্থিক অর্জন :

অর্থ বছর	জাতীয় গ্যাস গ্রিডে আরএলএনজি সরবরাহ	
	মোট	মোট আয়
	মিলিয়ন ঘনমিটার	লক্ষ টাকায়
২০১৮-২০১৯	৩,২৮১.৫৩	৬৫৬৩.০৫
২০১৯-২০২০	৫,৭৪৪.৮৮	৩১০৬.০৩
২০২০-২০২১	৬,১১৯.২৪	২৮২৬.০৩
২০২১-২০২২	৬,৮০৯.৯৭	৩৪০৪.৯৯
২০২২-২০২৩	৫,৭৪৫.১৯	২৮৭২.৬০
২০২৩-২০২৪	৭,০০৬.৬১	৭৩০৭.৮৯

১.৪। এলএনজি ইনভেনটরি :

এলএনজি গ্রহণ, জাতীয় গ্যাস গ্রিডে আরএলএনজি সরবরাহ ও মজুতকৃত এলএনজি ইনভেনটরি করার জন্য কোম্পানিতে একটি কমিটি রয়েছে। কমিটি প্রতিবছর ১ জানুয়ারি এবং ১ জুলাই তারিখে এলএনজি গ্রহণ, জাতীয় গ্যাস গ্রিডে আরএলএনজি সরবরাহ ও মজুতকৃত এলএনজি উল্লেখপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করে থাকে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরেও যথারীতি ইনভেনটরি সম্পন্ন হয়েছে।

১.৫। এলএনজি সংক্রান্ত প্রকল্প :

এলএনজি সংক্রান্ত কার্যক্রমে আইনি পরামর্শ সেবা গ্রহণের নিমিত্ত আরপিজিসিএল-এর নিজস্ব অর্থায়নে "Procurement of an Individual Legal Consultant for LNG Terminal Development, LNG Import and Other LNG Activities (1st Revised)" শীর্ষক চলমান একমাত্র প্রকল্পের তথ্যাদি নিম্নরূপ:

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	বাস্তবায়ন কাল	অর্থের উৎস	অনুমোদিত মূল ব্যয় (লক্ষ টাকা) ও জনঘন্টা	অনুমোদিত সংশোধিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) ও জনঘন্টা
০১.	Procurement of an Individual Legal Consultant for LNG Terminal Development, LNG Import and other LNG Activities	আরপিজিসিএল এর চলমান এবং ভবিষ্যৎ এলএনজি সংক্রান্ত কার্যক্রমে আইনি পরামর্শ সেবা গ্রহণ।	আরম্ভ : ০১-০৭-২০২১ সমাপ্ত: ৩০-০৯-২০২৬	কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়ন	স্থানীয় : ১৭৬.৮৩ বৈদেশিক : ৪১৪.৪৩ মোট : ৫৯১.২৬ জনঘন্টা : ১৫০০	স্থানীয় : ৬৩৩.৬৭ বৈদেশিক: ১৩৮৪.৫৩ মোট : ২০১৮.২০ জনঘন্টা : ৩৮৪৯

- প্রকল্পের অধীনে আন্তর্জাতিক আইনি পরামর্শক Mr. G. Thomas (Tom) West Jr.-কে নিয়োজিতকরণের জন্য ৩১ আগস্ট ২০২১ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পরবর্তীতে ০৮ আগস্ট ২০২৩ তারিখে তার সাথে সংশোধিত চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়।
- পরামর্শকের সহায়তায় ৪টি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে এলএনজি সরবরাহ চুক্তি চূড়ান্ত করা হয় এবং বর্তমানে আরও ৪ টি প্রতিষ্ঠান থেকে এলএনজি আমদানির লক্ষ্যে নেগোসিয়েশন চলমান আছে। ভারত থেকে ক্রস-বর্ডার পাইপলাইনের মাধ্যমে ২টি প্রতিষ্ঠান থেকে গ্যাস আমদানির নিমিত্ত পরামর্শকের মাধ্যমে খসড়া Gas Supply Agreement (GSA) প্রস্তুত করা হয় এবং নেগোসিয়েশন চলমান রয়েছে।
- মহেশখালীতে তৃতীয় Floating Storage Regasification Unit (FSRU) স্থাপনের লক্ষ্যে পরামর্শকের সহায়তায় Terminal Use Agreement (TUA) ও Implementation Agreement (IA) চূড়ান্ত করা হয়েছে। পটুয়াখালীর পায়রায় FSRU স্থাপনের লক্ষ্যে ড্রাফট TUA ও IA প্রস্তুত করা হয়েছে।
- মহেশখালীতে স্থাপিত MLNG Terminal এর Expansion সংক্রান্ত কার্যক্রমে পরামর্শকের সহায়তায় Amendment on Terminal Use Agreement (TUA) চূড়ান্ত করা হয়।
- ল্যান্ড বেইজড এলএনজি টার্মিনাল ডেভলপার সিলেকশনের নিমিত্ত প্রস্তুতকৃত খসড়া RFP, TUA, IA ও Land Lease Agreement (LLA)-এর ওপর পরামর্শকের মতামত গ্রহণ, Share Subscription and Shareholder's Agreement (SSSA) প্রস্তুত করা হয়।
- এছাড়াও বিদ্যমান এলএনজি চুক্তিসমূহের আওতায় As and When Required বেসিসে আইনি পরামর্শ সেবা গ্রহণ করা হয়।

১.৬। এলএনজি সংক্রান্ত বাস্তবায়নাধীন অন্যান্য কাজ :

১.৬.১। ল্যান্ড বেইজড এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণ :

কক্সবাজার জেলার মাতারবাড়িতে ল্যান্ড বেইজড এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণ কার্যক্রম "বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০" এর আওতায় গ্রহণ করা হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে "বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ (সংশোধিত ২০২১)" এর অধীন চলমান সকল প্রকার নেগোসিয়েশন, প্রকল্প বাছাই/প্রক্রিয়াকরণ এবং ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রম আপাতত বন্ধ থাকবে মর্মে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে কক্সবাজার জেলার মাতারবাড়ি এলাকায় ১০০০ এমএমসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন ল্যান্ড বেইজড এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণ কার্যক্রম বিশেষ বিধান আইনের পরিবর্তে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" অনুসরণে বাস্তবায়নের বিষয়ে মতামতের জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে জনাব মো: ফারুক হোসেন, ক্রয় বিশেষজ্ঞ বরাবর গত ০৩-০৯-২০২৪ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়। মতামত প্রাপ্তির পর এ বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

১.৬.২। তৃতীয় ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল (FSRU) স্থাপন :

গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ (জ্বাখসবি) হতে "বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ (সংশোধনী ২০২১)" এর আওতায় গৃহীত Summit LNG Terminal Co. Ltd. কর্তৃক মহেশখালী গভীর সমুদ্রে ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল (FSRU) স্থাপন প্রকল্পটির পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয় । কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে জ্বাখসবি কর্তৃক গত ০৩-১০-২০২৪ তারিখে Summit LNG Terminal II Co. Ltd, এর সাথে স্বাক্ষরিত TUA এবং IA বাতিল করা হয়।

১.৬.৩। পটুয়াখালীর পায়রায় ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল (FSRU) স্থাপন:

Excelerate Global Operations, LLC (Excelerate) কর্তৃক পায়রায় গভীর সমুদ্রে ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল (FSRU) স্থাপনের লক্ষ্যে গত ৮-১১-২০২৩ তারিখে Excelerate এর সাথে পেট্রোবাংলার Term Sheet Agreement স্বাক্ষর হয়। Draft TUA ও IA প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান ছিল। গত ২২-০৮-২০২৪ তারিখে "বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ (২০২১ সনের সর্বশেষ সংশোধনসহ)"-এর অধীন চলমান সকল প্রকার নেগোসিয়েশন, প্রকল্প বাছাই/প্রক্রিয়াকরণ এবং ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রম আপাতত বন্ধ থাকার বিষয়ে অফিস আদেশ জারি করা হয়। প্রকল্পের গুরুত্ব বিবেচনায় 'বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ (২০২১ সনের সর্বশেষ সংশোধনসহ)' অনুসরণে চলমান বর্ণিত কার্যক্রমসমূহ 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮' অনুসরণে বাস্তবায়নে ক্রয় বিশেষজ্ঞ হিসেবে মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করে জ্বাখসবি হতে জনাব মো: ফারুক হোসেন, ক্রয় বিশেষজ্ঞ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

১.৬.৪। Brunei থেকে LNG আমদানি:

দেশে গ্যাসের চাহিদা ও সরবরাহ বিবেচনায় জি টু জি ভিত্তিতে দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়ায় এলএনজি আমদানির নিমিত্ত Brunei Energy Services and Trading Sdn Bhd, Brunei কর্তৃক দাখিলকৃত প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণের জন্য ৩০ মে ২০২৪ তারিখে সরকার নীতিগত অনুমোদন প্রদান করে। এ বিষয়ে ৬ জুন ২০২৪ তারিখ পিপিসি'র সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং পিপিসিকে সহায়তার লক্ষ্যে কারিগরি কমিটি গঠিত হয়।

২.০। কৈলাশটিলা এলপিজি প্লান্ট হস্তান্তর :

আরপিজিসিএল-এর অধীনে প্রায় ৩৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৯৯৭ সালে সিলেটস্থ গোলাপগঞ্জে কৈলাশটিলা এলপিজি প্লান্ট (ইউনিট-১) স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে, ২০০৭ সালে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রায় ১০৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ইউনিট-১ এর সন্নিকটে আরো একটি এনজিএল ও কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্লান্ট (ইউনিট-২) টার্ন-কী ভিত্তিতে স্থাপন করা হয়। কৈলাশটিলা এলপিজি প্লান্টে এনজিএল এবং কনডেনসেট থেকে উৎপাদিত অফস্পেক পেট্রোল-এর RON হলো ৮০-৮২; এটি বিএসটিআই নির্ধারিত পেট্রোলের RON (৮৯) এর কম হওয়ায় এবং বিপিসি-এর কোম্পানিসমূহ কর্তৃক অফস্পেক পেট্রোল গ্রহণ না করায় ২ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখ থেকে প্লান্টের উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়।

২৫ জুন ২০২৩ তারিখ এনজিএল-এর করপূর্ব মূল্য ২৮.০৪ টাকা/লিটার অপরিবর্তিত রেখে এবং এনজিএল থেকে উৎপাদিত অফস্পেক পেট্রোলের নাম সুপার লাইট কনডেনসেট নির্ধারণপূর্বক এর করপূর্ব মূল্য ৭১.০০ টাকা/লিটার নির্ধারণ করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। ফলে, কৈলাশটিলা এলপিজি প্লান্ট (ইউনিট-২) জুলাই ২০২৩ মাসে চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। প্লান্টটি দীর্ঘ সময় (২০০৭ থেকে ২০২০) পরিচালনা ও প্রায় ৩ বছর (সেপ্টেম্বর ২০২০ থেকে) বন্ধ থাকার পর মেশিনারি ও ইক্যুইপমেন্ট সার্ভিসিং/সচল করার মাধ্যমে জুলাই ২০২৩ মাসে ৮/১০ ঘণ্টা প্লান্টটি পরিচালনা করা হয়। কিছু অত্যাবশ্যকীয় কতিপয় ইন্স্ট্রুমেন্ট যথা: ডি-বিউটানাইজার (এনজিএল) কলামের বটম লেভেল, রিফ্লাক্স ড্রাম লেভেল, কলামের প্রেসার, এনজিএল ফ্লো, হট ওয়েল ফ্লো, প্রোডাক্ট ফ্লো ইত্যাদি যথাযথভাবে কাজ না করায় এবং কৈলাশটিলা এলপিজি ভান্ডারে ইন্স্ট্রুমেন্টগুলো মজুত না থাকায় প্লান্টের নিরাপত্তা ও পণ্যের গুণগত মানের বিষয় বিবেচনায় উৎপাদন প্রক্রিয়া সাময়িকভাবে বন্ধ করা হয়। সরকারি প্রতিষ্ঠান সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল) ও ইস্টার্ন রিফাইনারি লিমিটেড (ইআরএল) এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে (সুপার পেট্রোকেমিক্যাল লিমিটেড, অ্যাকুয়া রিফাইনারি লিমিটেড, পেট্রোম্যাক্স রিফাইনারি লিমিটেড) পত্র মারফত বর্ণিত ইন্সট্রুমেন্টসমূহ চাওয়া হলেও তা পাওয়া যায়নি। ফলে, প্লান্টটি (ইউনিট-২) চালানো সম্ভব হয়নি। এদিকে, আরপিজিসিএল এর অনুকূলে কনডেনসেট বরাদ্দ না থাকায় শুধু এনজিএল কলাম পরিচালনা করতে হতো। ঐ সময়ে এসজিএফএল জানায় যে, এনজিএল উৎপাদন পরিমাণ দৈনিক প্রায় ২২০ ব্যারেল। হিসাব করে দেখা যায় দৈনিক ২২০ ব্যারেল এনজিএল দিয়ে প্লান্টটি পরিচালনায় আরপিজিসিএল-এর বার্ষিক লোকসান প্রায় ৫.৩৮ কোটি টাকা হতে পারে। এছাড়া, উৎপাদিত পণ্য সুপার লাইট কনডেনসেট বিপণন সমস্যার সমাধান করা যায়নি।

এ পরিপ্রেক্ষিতে, প্লান্ট পরিচালনার কারিগরি, আর্থিক ও সুপার লাইট কনডেনসেট বিপণন সমস্যা পেট্রোবাংলার মাধ্যমে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগকে অবহিত করা হলে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কৈলাশটিলা এলপিজি প্লান্ট (ইউনিট ১ ও ২) সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল)-এর নিকট হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত প্রদান করে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের প্রশাসনিক অনুমোদন, পেট্রোবাংলার নির্দেশনা এবং আরপিজিসিএল-এর পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে ৩০ মে ২০২৪ তারিখ আরপিজিসিএল ও এসজিএফএল-এর মধ্যে কৈলাশটিলা এলপিজি প্লান্ট (ইউনিট ১ ও ২) হস্তান্তর-গ্রহণ সম্পন্ন হয়। জমিসহ আবাসিক ভবন ও কৈলাশটিলা এলপিজি প্লান্টের (ইউনিট ১ ও ২) মালামাল, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির উপযুক্ত বিনিময় মূল্য নির্ধারণে পেট্রোবাংলা থেকে পেট্রোবাংলা, আরপিজিসিএল ও এসজিএফএল কর্মকর্তাবৃন্দের সমন্বয়ে ৮ এপ্রিল ২০২৪ তারিখ একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির কাজ চলমান।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্লান্ট চালুকরণের নিমিত্ত এসজিএফএল থেকে কাঁচামাল হিসেবে ৫৫,০০০ লিটার এনজিএল গ্রহণ করে টেস্ট রান সম্পন্নের লক্ষ্যে ১৯,৩৮৬ লিটার এনজিএল ফ্র্যাকশনেশন করা হয়। এ সময়ে ৬,৫২৭ লিটার সুপার লাইট কনডেনসেট (পেট্রোল) উৎপাদন হলেও এলপিজি উৎপাদন হয়নি। পরবর্তীতে ৬,৫২৭ লিটার সুপার লাইট কনডেনসেট (পেট্রোল) স্টোরেজ ট্যাংক থেকে বাষ্পীভূত হয়ে যায়। ফলে, ১৯,৩৮৬ লিটার এনজিএল প্রসেস লস ও বাষ্পীয় লস হিসেবে লস হয়েছে। প্লান্ট হস্তান্তরের সময় অবশিষ্ট ৩৫,৬১৪ লিটার এনজিএল এসজিএফএলকে হস্তান্তর করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে গৃহীত কাঁচামাল এবং উৎপাদিত পণ্যের মজুতের পরিমাণ উল্লেখপূর্বক কমিটির মাধ্যমে ইনভেনটরি সম্পন্ন হয়েছে।

২.১। আশুগঞ্জ স্থাপনায় অপারেশনাল কার্যক্রম :

২.১.১। আশুগঞ্জ স্থাপনায় কনডেনসেট গ্রহণের জন্য প্রতিটি প্রায় ১৫,২০০ ব্যারেল ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ২ টি কনডেনসেট স্টোরেজ ট্যাংক রয়েছে। সিলেট এলাকা থেকে প্রেরিত কনডেনসেট আশুগঞ্জে স্থাপিত আরপিজিসিএল-এর দুটি স্টোরেজ ট্যাংকে গ্রহণ ও মজুত করে সেখান থেকে বিপিসি'র তেল বিপণন কোম্পানি পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা এবং অনুমোদিত বেসরকারি রিফাইনারিসমূহের নিকট সরবরাহ করাই আশুগঞ্জ কনডেনসেট হ্যান্ডলিং স্থাপনার মূল কাজ।

২.১.২। সিলেট অঞ্চলের গ্যাসফিল্ডসমূহ যেমন- আন্তর্জাতিক গ্যাস কোম্পানি শেভরন-এর বিবিয়ানা ও জালালাবাদ গ্যাস ফিল্ডস এবং সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেডের বিয়ানীবাজার, কৈলাশটিলা ও রশিদপুর গ্যাস ফিল্ডস এ গ্যাসের উপজাত হিসেবে প্রাপ্ত কনডেনসেট (অপরিশোধিত তেল) জিটিসিএল-এর মালিকানাধীন ৬ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট প্রায় ১৭৪ কিলোমিটার দীর্ঘ উত্তর-দক্ষিণ পাইপলাইনের মাধ্যমে আশুগঞ্জ কনডেনসেট হ্যান্ডলিং স্থাপনায় প্রেরণ করা হয়।

২.১.৩। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক কনডেনসেট বরাদ্দ প্রদান, পেট্রোবাংলার নির্দেশনা এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে আরপিজিসিএল এবং কনডেনসেট বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে কনডেনসেট ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হয়। তদনুযায়ী কনডেনসেটের মূল্য বাবদ অগ্রিম অর্থ গ্রহণের পর কনডেনসেট সরবরাহ করা হয়। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সরকারি প্রতিষ্ঠান ইস্টার্ন রিফাইনারি লিমিটেডকে ১৪,৯৯,২১৭ লিটার এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সুপার পেট্রোকেমিক্যাল লিমিটেডকে ৫,৩৮,০৪,০০৬

লিটার; পেট্রোম্যাক্স রিফাইনারী লিমিটেডকে ৯,৩৭,০৮,৭১১ লিটার এবং এ্যাকোয়া রিফাইনারী লিমিটেডকে ১,৫৭,৩২,৭২৩ লিটার কনডেনসেট সরবরাহ করা হয়েছে।

২.১.৪। আশুগঞ্জ স্থাপনায় প্রাপ্ত ও সরবরাহকৃত কনডেনসেটের তুলনামূলক বিবরণ :

সময়কাল	কনডেনসেট হ্যান্ডলিং (লক্ষ লিটার)	
	গ্রহণ	সরবরাহ
২০১৯-২০২০	২৩৭৭	২৩৬০
২০২০-২০২১	৩৫৬৫	৩৫৮২
২০২১-২০২২	১৯৭৭	১৯৭৫
২০২২-২০২৩	১৩৭৯	১৩৬২
২০২৩-২০২৪	১৬২৪	১৬৪৭

২.১.৫। কনডেনসেট ইনভেনটরি:

কোম্পানির আশুগঞ্জ কনডেনসেট হ্যান্ডলিং স্থাপনায় গৃহীত কনডেনসেট গ্রহণ, সরবরাহ ও মজুতের পরিমাণ উল্লেখপূর্বক ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কমিটি ইনভেনটরি সম্পন্ন করেছে। ইনভেনটরির সংক্ষিপ্ত তথ্য :

একক: লিটার

প্রারম্ভিক মজুত	গৃহীত কনডেনসেট পরিমাণ	সরবরাহকৃত কনডেনসেট পরিমাণ	প্রান্তিক মজুত
২৮,৪৫,৪১১ লিটার	১৬,২৪,২৮,৪৬৫ লিটার	১৬,৪৭,৪৪,৬৫৭ লিটার	৫,২৯,২১৯ লিটার

৩.০। সিএনজি কার্যক্রম :

৩.১। সিএনজি সরবরাহ :

রাজধানীর খিলক্ষেতে অবস্থিত বাংলাদেশের প্রথম সিএনজি স্টেশনটি আশির দশক থেকে আরপিজিসিএল এর নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে। এর উৎপাদন ক্ষমতা ৭১০ ঘনমিটার/ঘন্টা। এ স্টেশনটি থেকে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ১.৬০৭২ এমএমসিএম সিএনজি সরবরাহ করা হয়েছে। সিএনজি সরবরাহে দ্রুততা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্টেশনটিতে অটোবিলিং সিস্টেম চালু আছে। গ্রাহকদের উন্নত সেবা প্রদানের জন্য সিএনজি স্টেশনে নগদ বিল গ্রহণের পাশাপাশি ক্রেডিট/ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে ক্যাশলেস বিল পরিশোধের সুযোগ রয়েছে।

৩.২। যানবাহন সিএনজিতে রূপান্তর ও সিলিন্ডার রিটেস্ট :

আরপিজিসিএল-এর খিলক্ষেতে অবস্থিত সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ২৩টি যানবাহনে সিএনজিতে রূপান্তর/পুনঃরূপান্তর এবং ৭১৩টি এনজিভি সিলিন্ডার রিটেস্ট করা হয়েছে। এছাড়া, কোম্পানির দনিয়ায় অবস্থিত জোনাল ওয়ার্কশপে এ অর্থবছরে ১৩টি যানবাহন সিএনজিতে রূপান্তর/পুনঃরূপান্তর এবং ২৩৬টি এনজিভি সিলিন্ডার রিটেস্ট করা হয়েছে। কোম্পানির ২টি ওয়ার্কশপে সিএনজি চালিত যানবাহনের টিউনিং, সিলিন্ডার সার্ভিসিং/পূর্ণাঙ্গ কিটওয়াশ, স্পেয়ার পার্টস সংযোজন সেবা কার্যক্রম চলমান আছে। এসংক্রান্ত গ্রাহক সেবা সহজীকরণে cngrpgcl.com নামে একটি ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে। এ ওয়েবসাইটে গ্রাহকগণ সিএনজি সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ এবং রি-টেস্ট কাজের সিরিয়াল গ্রহণ করতে পারছেন। এছাড়াও গ্রাহকগণ অনলাইনে রিটেস্ট সনদ ভেরিফাই করতে পারছেন।

৩.৩। যানবাহনে সিএনজি সরবরাহ, যানবাহন রূপান্তর এবং এনজিভি সিলিন্ডার রিটেস্ট সংক্রান্ত তথ্য :

অর্থবছর	সিএনজি সরবরাহ/ বিক্রয়ের পরিমাণ (এমএমসিএম)	যানবাহন রূপান্তরের সংখ্যা	আরপিজিসিএল-এর সিলিন্ডার রি-টেস্ট (সংখ্যা)
২০১৯-২০২০	১.৭৩৬৯	৩৩	১,৬৯২
২০২০-২০২১	২.০৭৯৬	৩৩	১,১৩৫
২০২১-২০২২	২.০৫৪৩	৫৫	১,০৫৩
২০২২-২০২৩	১.৮১৫২	৬৯	৯৩৪
২০২৩-২০২৪	১.৬০৭২	৩৬	৯৪৯

৩.৪। সিএনজি অনুমোদন ও মনিটরিং কার্যক্রম :

বাংলাদেশে সিএনজি প্রযুক্তির পথিকৃৎ হিসেবে আরপিজিসিএল বিভিন্ন অপারেশনাল কার্যক্রমের পাশাপাশি সিএনজি মনিটরিং-এর কাজ করছে। আরপিজিসিএল ২০০২ সাল থেকে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের প্রজ্ঞাপনের ভিত্তিতে এবং পরবর্তীতে জারিকৃত 'সিএনজি বিধিমালা ২০০৫' অনুযায়ী বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে সিএনজি ফিলিং স্টেশন ও রূপান্তর কারখানা স্থাপন ও পরিচালনার অনুমোদন প্রদান করছে। এ অনুমোদন প্রাপ্তির পর বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) এবং বিস্ফোরক পরিদপ্তর এর লাইসেন্স গ্রহণপূর্বক সিএনজি ফিলিং স্টেশন পরিচালনা করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বায়ু-দূষণরোধ, বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের নিরাপদ ও মানসম্মত বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এ কোম্পানি বিভিন্ন কার্যক্রম সফলতার সঙ্গে বাস্তবায়ন করছে। আরপিজিসিএল-এর অনুমোদন নিয়ে ৫ (পাঁচ)টি গ্যাস বিপণন কোম্পানির আওতায় জুন ২০২৪ পর্যন্ত সারাদেশে

৫২৫টি সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন এবং ৫৯টি যানবাহন রূপান্তর কারখানার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আরপিজিসিএল কর্তৃক এ পর্যন্ত সিএনজি স্টেশন ও ওয়ার্কশপ মনিটরিং/পরিদর্শন এর সংখ্যা ৭৯২টি।

৩.৪.১। সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন. কনভারশন ওয়ার্কশপের অনুমোদন, সিএনজি চালিত যানবাহন এবং মনিটরিং কার্যক্রমের তথ্য :

অর্থবছর	অনুমোদিত সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন	যানবাহন রূপান্তর কারখানা	রূপান্তরিত যানবাহনের সংখ্যা	সিএনজি চালিত যানবাহনের সংখ্যা	স্টেশন ও ওয়ার্কশপ মনিটরিং এর সংখ্যা	মন্তব্য
১৯৮৩ থেকে জুন'২০১৫পর্যন্ত	৫৯০	১৮০	২২০৯২০	২৫৯০৫০	৬০	*মহামান্য হাইকোর্টের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। ** বিআরটিএ'র তথ্যানুযায়ী ১৯৩২৪২টি সিএনজি থ্রি হইলার অটোরিক্সা অন্তর্ভুক্ত। *** অনুমোদিত ১৮০ টি কনভারশন ওয়ার্কশপ থেকে কোন কার্যক্রম পরিচালনা না করায় ১২১টি ওয়ার্কশপের অনুমোদন বাতিল করা হয়েছে।
২০১৫-২০১৬	০১*	-	৩২২৮৯	৩৪৫৪২	১০০	
২০১৬-২০১৭	০৫*	-	১০৯১৬	২০৪১৫৮	৮৬	
২০১৭-২০১৮	০৩*	-	৫৩৮১	৫৩৮১	১০০	
২০১৮-২০১৯	-	-	১১৬২	১১৬২	১০০	
২০১৯-২০২০	০৩*	-	৩৬৮	৩৬৮	১০১	
২০২০-২০২১	০১*	-	৫১৪	৫১৪	৮০	
২০২১-২০২২	-	-	৬৪২	৬৪২	৬০	
২০২২-২০২৩	-	-	১৭৫৩	১৭৫৩	৫০	
২০২৩-২০২৪	০৩*		১৬৪৫	১৬৪৫	৫৫	
সর্বমোট	৬০৬	৫৯ ***	২৭৫৫৯০	৫০৯২১৫ **	৭৯২	

পেট্রোবাংলা ও গ্যাস বিতরণ কোম্পানির এমআইএস প্রতিবেদনে বর্ণিত তথ্যানুযায়ী চলমান সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন থেকে মাসিক গড়ে প্রায় ১০৪.৯৫ এমএমসিএম সিএনজি সরবরাহ করা হচ্ছে, যা দেশের মোট গ্যাস ব্যবহারের প্রায় ৪.৯ শতাংশ। চলমান সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন থেকে প্রতিদিন প্রায় ৫.০৯ লক্ষ যানবাহনে সিএনজি সরবরাহ করা হচ্ছে।

৩.৪.২। সিএনজি সংশ্লিষ্ট মালামাল ছাড়করণে প্রত্যয়নপত্র প্রদান :

অনুমোদিত সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন এবং কনভার্শন ওয়ার্কশপ কর্তৃক সেইফটি কোড অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী সঠিক মানের মালামাল আমদানি হচ্ছে কিনা তা আমদানি সংশ্লিষ্ট দলিলাদি পরীক্ষার মাধ্যমে আরপিজিসিএল থেকে যাচাই করা হয়। আমদানিকৃত সিএনজি সংশ্লিষ্ট মালামাল সরকারের জারিকৃত এসআরও-এর আওতায় শুল্ক সুবিধায় কাস্টমস থেকে ছাড়করণের জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের প্রত্যয়নপত্র প্রদানের বিষয়টি পেট্রোবাংলার মাধ্যমে আরপিজিসিএল থেকে প্রক্রিয়া করা হয়।

৩.৪.৩। সিএনজি বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি :

- জনসচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশসহ কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.rpgcl.org.bd) নিয়মিত আপলোড করা হচ্ছে।
- আরপিজিসিএল-এর দক্ষ, অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবল দ্বারা অনুমোদিত সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন ও কনভারশন ওয়ার্কশপে নিয়োজিত কর্মচারীদের শ্রেণিকক্ষ ও হাতে কলমে সিএনজি বিষয়ক কারিগরি ও নিরাপত্তামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- কোম্পানির সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপের দৃশ্যমান স্থানে এলইডি মুভিং ডিসপ্লে ও বিল বোর্ড স্থাপনের মাধ্যমে সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি প্রদর্শন করা হয়।

৪.০। কোম্পানির আর্থিক কার্যক্রম :

৪.১ আর্থিক অবস্থা :

কোম্পানির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে পরবর্তী বেশ কয়েক বছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দকৃত অর্থই ছিল কোম্পানির ব্যয় নির্বাহের প্রধান উৎস। পরবর্তী সময়ে পর্যায়ক্রমে কোম্পানি তার নিজস্ব কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রাপ্ত আয় থেকে সকল ব্যয় নির্বাহ করছে। এ বছরে মোট খরচ বাদে উদ্বৃত্ত আয় ৬,১০৫.৩৯ লক্ষ টাকা কোম্পানির নিট সম্পদে যোগ হবে। ২০২২-২০২৩ এবং ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কোম্পানির আর্থিক অবস্থার তুলনামূলক তথ্যাদি নিম্নরূপ:

বিবরণ	২০২৩-২০২৪	২০২২-২০২৩
মোট রাজস্ব আয়	৳ ৯,৬৮৬.৬৮ লক্ষ	৳ ৫,৭৬৬.৬৬ লক্ষ
মোট রাজস্ব ব্যয়	৳ ৫,৬৩২.২৬ লক্ষ	৳ ৫,৮০০.২৪ লক্ষ
মোট পরিচালন মুনাফা/(লোকসান)	৳ ৪,০৫৪.৪২ লক্ষ	৳ (৩৩.৫৮) লক্ষ
কর পূর্ববর্তী মুনাফা	৳ ৮,৪৫৪.০৮ লক্ষ	৳ ৩,৯৫৩.৪২ লক্ষ
কর পরবর্তী মুনাফা	৳ ৬,১০৫.৩৯ লক্ষ	৳ ২,৬৬১.০১ লক্ষ
শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস)	৳ ৭.৭৭	৳ ৩.৩৮

২০২৩-২০২৪ ও ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কোম্পানির কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক অনুপাত :

বিবরণ	ন্যূনতম অনুপাত	২০২৩-২০২৪	২০২২-২০২৩
ঋণ মূলধনের অনুপাত	৩:২	০.১৮:১	০.১৭:১
ঋণ সেবা অনুপাত	সর্বোচ্চ ২৮%	৩০৭.৬৬%	১৪১.৩৫%
নিট গড় স্থায়ী সম্পদের ওপর মুনাফার হার	৫% বা তদূর্ধ্ব	২৪৭.১০%	১০২.৭৮%
চলতি অনুপাত	২:১	৭.৭৭:১	৬.৩৯:১

৪.২ মূলধন কাঠামো :

কোম্পানির পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ৭,৮৫৬.৬৯ লক্ষ টাকা এবং ক্রমপুঞ্জিত অবণ্টিত মুনাফার (Retained Earnings) পরিমাণ ৬৫,৫৭২.২২ লক্ষ টাকা। উল্লেখ্য, কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের ২৩৫তম সভা এবং ২১তম বার্ষিক সাধারণ সভার সিদ্ধান্তক্রমে ইক্যুইটি খাতে পুঞ্জীভূত অর্থ পরিশোধিত মূলধন খাতে স্থানান্তর করা হয়েছে। বর্তমানে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ নেই এবং কোম্পানির মোট স্থায়ী সম্পদের পরিমাণ ২৩,৪৯৭.১১ লক্ষ টাকা যা অবচয় উত্তর ৩,২০০.২৫ লক্ষ টাকা।

৪.৩ বিক্রয় রাজস্ব :

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কোম্পানির রাজস্ব আয় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। আলোচ্য অর্থবছরের বাজেটে সিএনজি, কনডেনসেট হ্যান্ডলিং চার্জ, এলএনজি মার্জিন ও অন্যান্য খাত থেকে ভ্যাটসহ রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৮,৫২৯.৬০ লক্ষ টাকা। এ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত রাজস্ব আয়ের পরিমাণ ৯,৬৮৬.৬৮ লক্ষ টাকা।

৪.৪ বকেয়া আদায় কার্যক্রম :

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বকেয়া রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫,৯৪৫.৩০ লক্ষ টাকা যা ২.৮০ মাসের গড় বিক্রয়ের সমান। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এর পরিমাণ ছিল ২.২৬ মাসের গড় বিক্রয়ের সমান। কোম্পানির বকেয়া পাওনা আদায় কার্যক্রম এ বছরেও সন্তোষজনক। তবে, কোম্পানির তিনজন ডিলারের নিকট সিএনজি বিক্রয়লব্ধ ২৪৮.৯২ লক্ষ টাকা আদায়ে রুজুকৃত মামলা বিজ্ঞ আদালতে বিচারাধীন আছে। উল্লেখ্য, আরপিজিসিএল কর্তৃক এ তিনজন ডিলারের সংশ্লিষ্ট ব্যবসা কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

৪.৫ এসজিএফএল ও পেট্রোবাংলার পাওনা পরিশোধ :

আরপিজিসিএল ও এসজিএফএল-এর মধ্যে বিরাজমান দেনা পাওনা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে এ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। আরপিজিসিএল-এর পাওনা সমন্বয় ও বকেয়া পরিশোধ পরবর্তী এনজিএল খাতে এ অর্থবছর শেষে এসজিএফএল-এর ২৮০.০০ লক্ষ টাকা পাওনা আছে এবং কনডেনসেট সরবরাহ খাতে পেট্রোবাংলার ৫,৬৫৯.৩০ লক্ষ টাকা পাওনা রয়েছে।

৪.৬। নিট মুনাফা :

আলোচ্য ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কোম্পানির নিট মুনাফার পরিমাণ ৬,১০৫.৩৯ লক্ষ টাকা। গত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কোম্পানির মুনাফা ছিল ২,৬৬০.৯৯ লক্ষ টাকা।

৪.৭। করপূর্ব মুনাফা :

প্রকৃত মুনাফা থেকে ৫% Beneficiaries' Profit Participation Fund (BPPF) প্রভিশন শেষে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কোম্পানির করপূর্ব নিট মুনাফার পরিমাণ ৮,৪৫৪.০৮ লক্ষ টাকা। গত অর্থবছরে এ মুনাফা ছিল ৩,৯৫৩.৪২ লক্ষ টাকা।

৪.৮। Beneficiaries' Profit Participation Fund (BPPF) :

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর সংশ্লিষ্ট বিধান মোতাবেক কোম্পানির নিট মুনাফার ৫% হারে Beneficiaries' Profit Participation Fund (BPPF) নির্ধারণ করা হয়। আলোচ্য অর্থবছরে উক্ত তহবিলে প্রদেয় অর্থের পরিমাণ ৪৪৪.৯৫ লক্ষ টাকা। পূর্ববর্তী বছরে এই অর্থের পরিমাণ ছিল ২০৮.০৭ লক্ষ টাকা।

৪.৯। নিয়োজিত মূলধনের ওপর রেট অব রিটার্ন :

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে নিয়োজিত মূলধনের ওপর রিটার্নের হার ১০.৭৬%। গত অর্থবছরে এ হার ছিল ৫.৪৪%।

৪.১০। স্থায়ী সম্পদের ওপর রেট অব রিটার্ন :

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে স্থায়ী সম্পদের ওপর রেট অব রিটার্নের হার ২৪৭.১০%। গত অর্থবছরে এ হার ছিল ১০২.৭৮%।

৪.১১। মোট বিক্রয়ের ওপর রেট অব রিটার্ন :

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট বিক্রয়ের ওপর অর্জিত ৮৭.২৮% রিটার্নের বিপরীতে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে অর্জিত হার ৬৮.৫৬%।

৪.১২। সরকারি কোষাগারে অর্থ জমাদান :

কোম্পানি ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে মূল্য সংযোজন কর, ডিভিডেন্ড, ডিএসএল ও আয়কর বাবদ মোট ..... লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এর পরিমাণ ছিল ৩,১০৯.১৩ লক্ষ টাকা।

৫.০। প্রশাসনিক কার্যক্রম :

গঠনমূলক ও টেকসই প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার ওপর কোনো প্রতিষ্ঠানের সাফল্য ও সার্বিক উন্নয়ন নির্ভর করে। আরপিজিসিএল-এর সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় সকলস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ স্ব স্ব অবস্থান থেকে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে কোম্পানির উন্নয়নে অবদান রাখছেন।

৫.১। কোম্পানির সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল :

কোম্পানির সাংগঠনিক কাঠামোতে ৭ টি ডিভিশন, ১৮টি ডিপার্টমেন্ট ও ৩৫টি শাখার আওতায় ১৯৮ জন কর্মকর্তা (গ্রেড: ২-১০) এবং ২৪৯ জন কর্মচারী (গ্রেড: ১১-২০)সহ মোট ৪৪৭টি পদের সংস্থান রয়েছে। বর্তমানে কোম্পানিতে ১৪২ জন কর্মকর্তা (প্রেষণ/ সংযুক্তিসহ) এবং ৪৩ জন কর্মচারীসহ মোট ১৮৫ জন স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত আছেন। এছাড়াও, জনবল সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে ১০৮জন কর্মীর মাধ্যমে সেবা গ্রহণ করা হচ্ছে।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ২৭ জন কর্মকর্তা ও ২ জন কর্মচারী পদোন্নতি লাভ করেছেন এবং ৪ জন কর্মকর্তা ও ২ জন কর্মচারী অবসর গ্রহণ করেছেন।

৫.২। কল্যাণমূলক কার্যক্রম :

কোম্পানিতে বিভিন্ন কল্যাণমুখী কার্যক্রম রয়েছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে 'ঋণ ও অগ্রিম' খাতে সংশ্লিষ্ট নীতিমালার আওতায় গৃহ নির্মাণ/ফ্ল্যাট ক্রয়/জমি ক্রয় ঋণের জন্য ২৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর অনুকূলে ৭,২৯,২৮,৪২৫/- (সাত কোটি উনত্রিশ লক্ষ আটাশ হাজার চারশত পঁচিশ) টাকা প্রদান করা হয়েছে।

৫.৩। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কর্মসূচি :

- শিক্ষা সহায়তা ভাতা ও বৃত্তি প্রদান:

কোম্পানিতে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তানাদির শিক্ষা গ্রহণের সুবিধার্থে সরকারি নির্দেশনার আলোকে নির্ধারিত হারে শিক্ষা সহায়তা ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে শিক্ষা বৃত্তি খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ১০.০০ লক্ষ টাকা। এছাড়া কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের সন্তানদের শিক্ষায় উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রশংসনীয় ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়। এ বছরে কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ৬৮ জন মেধাবী সন্তানকে পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে এবং উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে ৬,৯১,০০০/- (ছয় লক্ষ একানব্বই হাজার) টাকা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

- স্বাস্থ্য সেবা :

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুস্থতা ও স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে চিকিৎসা ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি কোম্পানির নিয়োজিত চিকিৎসকের মাধ্যমে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ ও তাদের পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে।

৫.৪। পরিবেশ সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা কার্যক্রম :

কোম্পানির আশুগঞ্জ কনডেনসেট হ্যান্ডলিং স্থাপনা, সেন্ট্রাল ও জোনাল সিএনজি ওয়ার্কশপের সুষ্ঠু কর্মপরিবেশসহ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। কোম্পানি পরিবেশ সুরক্ষা ও নিরাপত্তার স্বার্থে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হয়েছে:

পরিবেশ সংরক্ষণ :

- পরিবেশ বান্ধব জ্বালানি সরবরাহ :

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশগত সমস্যা নিরসনে কার্যকর ভূমিকা পালন করা সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব। আরপিজিসিএল বায়ুদূষণরোধে যানবাহনে বিকল্প জ্বালানি ব্যবহার নিশ্চিতকরণে সিএনজি কার্যক্রম পরিচালন করছে। সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে আয়োজিত পরিবেশ উন্নয়নে গণসচেতনতা কর্মসূচিতে কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ নিয়মিত অংশগ্রহণ করে দূষণমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়া, দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা পূরণ ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে এলএনজি আমদানির ক্ষেত্রে পেট্রোবাংলা তথা সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে আরপিজিসিএল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

- বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি :

স্থাপনাভিত্তিক বৃক্ষরোপণের বর্ণনা :

ক্রমিক নং	স্থাপনার নাম	ফলদ গাছের সংখ্যা	বনজ গাছের সংখ্যা	ঔষধি গাছের সংখ্যা	ফুল গাছের সংখ্যা	মোট সংখ্যা
১	প্রধান কার্যালয় এবং সিএনজি সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপ, ঢাকা।	২৩	০৪	০৫	৬১৮	৬৫০
২	আশুগঞ্জ কনডেনসেট হ্যান্ডলিং স্থাপনা আশুগঞ্জ, রাক্ষণবাড়িয়া।	২৪৫	১৩৪	১৭	৭৮	৪৭৪
৩	দনিয়া জোনাল ওয়ার্কশপ রায়েরবাগ, ঢাকা ।	৩৬	০৯	০২	-	৪৭

ইত:পূর্বে রোপিত ফুলগাছ ও বৃক্ষসহ ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে রোপিত বৃক্ষাদি নিয়মিত যত্নসহকারে পরিচর্যা করা হচ্ছে।

- নিরাপত্তা কার্যক্রম :

কোম্পানির অপারেশনাল কর্মকান্ড নির্বিঘ্ন রাখতে সার্বিক নিরাপত্তার ওপর বিশেষ গুরত্বারোপ করা হয়। এ বিষয়ে কোম্পানির স্থাপনাসমূহে সেইফটি বিধিমালা যথাযথ অনুসরণ করা হচ্ছে। নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা অধিকতর জোরদারকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সিসি ক্যামেরা স্থাপন ও মেটাল ডিটেক্টর ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে। কোম্পানির আওতাধীন স্থাপনাসমূহে অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থাদি কার্যকর রাখা হয়েছে। বহিরাগত ও দর্শনার্থীদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণে পূর্বানুমতি গ্রহণ পদ্ধতি চালু রয়েছে। বর্তমানে কোম্পানির প্রধান কার্যালয়সহ স্থাপনাসমূহে ৬১(একষট্টি) জন অঙ্গীভূত আনসার সদস্য এবং প্রধান কার্যালয়ে ০৮ (আট) জন আউটসোর্সড নিরাপত্তাকর্মী নিয়োজিত রয়েছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কোম্পানিতে নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি।

৫.৫। মানবসম্পদ উন্নয়ন :

মানবসম্পদ উন্নয়নের অন্যতম সোপান উপযুক্ত প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণের মূল লক্ষ্য হলো দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে প্রতিভার বিকাশ সাধন, জ্ঞান বৃদ্ধি, কর্মস্পৃহা সৃষ্টি, দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন ও কাজের গুণগতমান উন্নয়ন। কোম্পানিতে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মেধার বিকাশ, দক্ষতা উন্নয়ন ও পরিবর্তিত বিশ্বের প্রেক্ষাপটে আধুনিক কর্মপদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত করার জন্য প্রশিক্ষণে নিয়মিত অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

কোম্পানির বার্ষিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ও এপিএ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী এ অর্থবছরে অপারেশনাল, প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ/কর্মশালা ও শিখন সেশনে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করেছেন।

এছাড়া, শুদ্ধাচার, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, জিআরএস, আরটিআই এবং ডিজিটাল কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট ডি-নথি ও ই-জিপি বিষয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন। নিম্নে প্রশিক্ষণের তথ্য উল্লেখ করা হলো:

- স্থানীয় প্রশিক্ষণ :

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে দেশের খ্যাতনামা সরকারি-বেসরকারি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও আরপিজিসিএল কর্তৃক আয়োজিত কারিগরি, তথ্যপ্রযুক্তি, আর্থিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ৮৫টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এসব প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে প্রায় সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

- বৈদেশিক প্রশিক্ষণ :

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কারিগরি বিষয়ে সরকারি আদেশ অনুযায়ী সর্বমোট ৯জন কর্মকর্তা বিভিন্ন মেয়াদে বৈদেশিক ভিজিট/কনফারেন্স/কর্মশালায় অংশ নেন ।

- সিএনজি প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান :

সিএনজি'র নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করতে ও সিএনজি বিষয়ক কর্মকান্ডে দেশে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রতিবছরের ন্যায় ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে অনুমোদিত সিএনজি প্রতিষ্ঠানের মোট ২১জন প্রশিক্ষণার্থীকে 'নিরাপদ ও মানসম্মত সিএনজি/বিকল্প জ্বালানির ব্যবহার' বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অদ্যাবধি সর্বমোট ১,২৪৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৫.৬। কোম্পানির কর্মচারী-ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক :

সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ, অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন এবং উৎপাদনশীলতা বজায় রাখার জন্য কর্মচারী-ব্যবস্থাপনা সুসম্পর্ক একটি অপরিহার্য শর্ত। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কোম্পানির কর্মচারী-ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক সন্তোষজনক এবং পারস্পরিক সহযোগিতা অব্যাহত ছিল। বিভিন্ন সময়ে উদ্ভূত সমস্যাবলি পারস্পরিক সহযোগিতা ও দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক, উৎসাহ-উদ্দীপনা ও কাজে গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ বছর কোম্পানির ব্যবস্থাপনায় বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বনভোজন, ইফতার মহফিল ও ঈদ-ই-মিলাদুন্নবি (সা.) ইত্যাদি সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি উদ্‌যাপন করা হয়েছে। ফলে, কর্মচারী-ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক অধিকতর সৌহার্দপূর্ণ ও সম্প্রীতিময় হয়েছে। দক্ষ-গতিশীল ব্যবস্থাপনায় সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ স্ব-উৎসাহে উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করায় কোম্পানির কাজে প্রশংসনীয় গতি সঞ্চারিত হয়েছে।

৫.৭। সামাজিক দায়িত্ব পালন :

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সিএসআর খাত থেকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে চিকিৎসা সহায়তা বাবদ ১.০০ (এক) লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

৫.৮। জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন :

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে জাতীয় দিবসসমূহে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এছাড়া, জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস, শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, মহান স্বাধীনতা দিবস, মহান বিজয় দিবস, আন্তর্জাতিক নারী দিবস এবং অন্যান্য জাতীয় দিবস সরকারি নির্দেশনার আলোকে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়েছে। এ সকল কর্মসূচি কোম্পানির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত করতে ভূমিকা রাখে।

৫.৯। সুশাসন বাস্তবায়নে কোম্পানির কার্যক্রম :

৫.৯.১। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন (এপিএ) :

কোম্পানির রূপকল্প ও অভিলক্ষ অর্জনে প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন বাস্তবায়নে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক পেট্রোবাংলার সঙ্গে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) সম্পাদিত হয়। চুক্তিতে কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রসমূহ এবং সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রসমূহ যেমন- স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে জ্বালানি নিরাপত্তা বৃদ্ধিকরণ, পরিবেশবান্ধব জ্বালানি সরবরাহ পরিবীক্ষণ ও নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, মানবসম্পদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং সুশাসন ও সংস্কারমূলক (শুদ্ধাচার, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ও তথ্য অধিকার) কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৫.৯.২। শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন :

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কোম্পানির কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন করা হয়। তদনুযায়ী, নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন ও সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অংশীজনের সঙ্গে সভা, শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন, কর্মপরিবেশ উন্নয়ন, কর্মপরিকল্পনা ও ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রেরণ, শুদ্ধাচার চর্চার জন্য পুরস্কার প্রদান, ক্রয় পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ, শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ অর্থবছরে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে শতভাগ নম্বর অর্জিত হয়েছে।

৫.৯.৩। ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবনী উদ্যোগ :

সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজীকরণ এবং কাজের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায় গুণগত পরিবর্তন আয়ননের লক্ষ্যে ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ প্রণয়ন করা হয়। তদনুযায়ী ইনোভেশন কমিটির সভা আয়োজন ও সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে কর্মশালা আয়োজন, ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ও স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরণ, অফিস ব্যবস্থাপনাকে সহজতর করার লক্ষ্যে ই-লাইব্রেরি নামে নতুন উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন এবং বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণাসমূহের অংশগ্রহণে একটি ইনোভেশন প্রদর্শনী (শোকেসিং) আয়োজনপূর্বক শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচন করা হয়েছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা শতভাগ বাস্তবায়িত হয়েছে।

৫.৯.৪। তথ্য অধিকার ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা :

নাগরিক সেবা নিশ্চিতকরণে তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী চাহিদার আলোকে তথ্য সরবরাহ করা হয়। এছাড়া, প্রতিশ্রুত সেবা, সেবা প্রদান পদ্ধতি এবং সেবার গুণগতমান সম্পর্কে অভিযোগ/মতামত/পরামর্শ গ্রহণ ও প্রতিকার করা হয়ে থাকে। বর্তমানে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থায় সেবাগ্রহীতাদের অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির জন্য সরকার প্রবর্তিত অনলাইন Grievance Redress System (GRS) ব্যবহৃত হচ্ছে।

৫.৯.৫। সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন :

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতির মূল উদ্দেশ্য হলো নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্ধারিত খরচে নির্বিঘ্নে সহজ উপায়ে সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যে কোম্পানির সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বা সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন করা হয়েছে। তদনুযায়ী প্রাতিষ্ঠানিক, অভ্যন্তরীণ ও নাগরিক সেবা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

৫.৯.৬। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার :

উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে অভ্যন্তরীণ ও বহির্যোগাযোগের ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার আবশ্যক। এ লক্ষ্যে কোম্পানির সকল বিভাগ ও স্থাপনাসমূহে কম্পিউটারসহ উচ্চগতি সম্পন্ন ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সার্ভিস ব্যবহার করা হচ্ছে। কোম্পানির সকল উন্নয়ন কার্যক্রমের তথ্য সংবলিত একটি গতিশীল ওয়েবপেজ (www.rpgcl.org.bd) চালু রয়েছে। সরকারের ভিশন ২০৪১ বাস্তবায়নে ন্যাশনাল ফ্রেমওয়ার্কের আওতায় কোম্পানির ওয়েবসাইট ন্যাশনাল পোর্টালে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কোম্পানির আইসিটি বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য নিম্নরূপ :

- বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের আওতাধীন জাতীয় ডাটা সেন্টারের সঙ্গে কোম্পানির সার্ভিস লেভেল অ্যাগ্রিমেন্টের মাধ্যমে ই-মেইল সার্ভিস চালু রয়েছে;
- ২০১৭ সাল থেকে কোম্পানির দাপ্তরিক কার্যক্রমে ই-নথি (পরবর্তীতে ডি-নথিতে রূপান্তরিত) ব্যবহার চলমান আছে। বর্তমানে প্রায় শতভাগ দাপ্তরিক কাজ ডি-নথির মাধ্যমে সম্পাদন করা হচ্ছে;
- ২০১৬ থেকে ই-জিপি এর মাধ্যমে কোম্পানির দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়া চালু রয়েছে। ই-জিপি সিস্টেম ব্যবহার করে এযাবৎ প্রায় ৪৫টি ক্রয়কার্য সম্পন্ন করা হয়েছে;
- কোম্পানির বিভিন্ন কাজ ও সেবা সহজ ও ডিজিটাইজড করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সফটওয়্যার ব্যবহার করা হচ্ছে। এসব সফটওয়্যারের মধ্যে অনলাইন ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার, সিএনজি বিল পরিশোধে অনলাইন/স্মার্টপেমেন্ট সিস্টেম, Spot Purchase of LNG from Master Sales and Purchase Agreement (MSPA) signed companies, সিএনজি যানবাহনের তথ্য যাচাইয়ে অনলাইন ডেটাবেজ ও স্টিকার সিস্টেম, কোম্পানির বিভিন্ন দপ্তর থেকে নথির হিসাব প্রেরণ ও রেকর্ড সংরক্ষণের অভ্যন্তরীণ সেবা প্রদান ও প্রাপ্তি সহজিকরণ (ratioenothi), কোম্পানির কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন-ভাতার তথ্যাদি প্রেরণ/প্রাপ্তি ইত্যাদি সফলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে;

- কোম্পানির সার্বিক কার্যক্রম ডিজিটাইজেশনের আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে কোম্পানিতে ইউনিফাইড Enterprise Resource Planning (ERP) System বাস্তবায়নের জন্য Need Analysis ও অন্যান্য কাজ সম্পাদনের জন্য পেট্রোবাংলা কর্তৃক বাংলাদেশে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এর কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টকে কার্যাদেশ প্রদান এবং এ বাবদ আরপিজিসিএল থেকে ১৯ আগস্ট ২০১৯ তারিখে ৬,৩৬,৯২৪.০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে;
- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক পেট্রোবাংলা ও বিপিসি-এর আওতাধীন ৪ (চার)টি কোম্পানিতে Government Resource Planning (GRP) সফটওয়্যার পাইলটিং এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তন্মধ্যে রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড অন্তর্ভুক্ত আছে।

৬.০। কোম্পানির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা :

- কক্সবাজারের মাতারবাড়িতে ১০০০ এমএমসিএফডি-গ্যাস ক্ষমতাসম্পন্ন ১টি এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণ এবং চাহিদা অনুযায়ী ভবিষ্যতে উক্ত টার্মিনাল সম্প্রসারণ ;
- এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণ, এলএনজি আমদানি, বাণিজ্যিক/আর্থিক/কারিগরি ইত্যাদি সংক্রান্ত পরামর্শ সেবা গ্রহণের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে;
- প্রধান কার্যালয়, নিকুঞ্জ-২, ঢাকায় একটি আধুনিক নান্দনিক ভবন নির্মাণ;
- আশুগঞ্জ কনডেনসেট হ্যান্ডলিং স্থাপনা, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অফিস কাম ডরমিটরি ও রেস্ট হাউস বিল্ডিং নির্মাণ;
- বিকল্প জ্বালানি হিসেবে গ্রিন হাইড্রোজেন উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপণন।

৭.০। উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড :

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কাজের তথ্য :

- কোম্পানির প্রধান কার্যালয়ে "Repair of Connecting steel bridge, Security Shed, Ansar Camp, Workshop and Construction of Walkway, Renovation of Washroom and Painting Works at RPGCL Bhaban, Plot-27, Nikunja-2, Khilkhet, Dhaka-1229" কাজ;
- আরপিজিসিএল এর রায়েরবাগ ঢাকাতে "Supply & Installation of 2 Nos Profile box Signboard at Zonal Workshop, RPGCL, Donia, Rayerbag, Dhaka" কাজ;
- কোম্পানির প্রধান কার্যালয়ে "Renovation and Painting Works at RPGCL, Khilkhet, Dhaka-1229" কাজ।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা অনুযায়ী আরপিজিসিএল-এর মাধ্যমে জাতীয় গ্যাস গ্রিডে এলএনজি সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে। দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির প্রত্যাশায় এ বিশাল কর্মকান্ড বাস্তবায়নে আমাদের নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কোম্পানির সার্বিক উন্নয়ন নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের জন্য পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে কোম্পানির সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। কোম্পানির সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, অর্থ বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, সকল অংশীজন, পেট্রোবাংলা ও এর অধীন সকল কোম্পানি, বিপিসি ও এর সকল কোম্পানিসহ বিভিন্ন সংস্থাসমূহ থেকে কোম্পানির অগ্রযাত্রায় সহযোগিতা পাওয়ায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

পরিশেষে, কোম্পানির ৩৭তম বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমি আপনাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের নিরীক্ষিত হিসাব, স্থিতিপত্র, নিরীক্ষকের প্রতিবেদন এবং পরিচালনা পর্ষদের প্রতিবেদন বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে,

চেয়ারম্যান
আরপিজিসিএল পরিচালনা পর্ষদ